শেষ পাতা

সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ

রেজিঃ ডিএ-১৮২০, ১১ বর্ষ ঃ ৪০ সংখ্যা
বৃহস্পতিবার ॥ ১৭ কার্তিক ১৪১৪
১ নভেম্বর ২০০৭ ॥ ১৯ শাওয়াল ১৪২৮ হিঃ

আত্মকর্ম বিশ্লেষণে ব্রত নিলে
সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।
– সূফী সাধক আবু আলী আক্তার উদ্দীন

আল্লাহু আকবর হাইয়্যুল কাইয়্যুম আল্লাহু আকবর

৭৮৬
৯২

সূফী সাধক

আনোয়ারুল হক্ আবু আলী আক্তারউদ্দিন

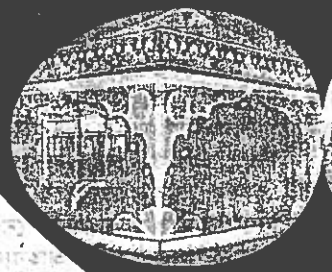

আবির্ভাব আবহে –

মাসব্যাপী শান্তি সমাবেশ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তার জন্য তার আল্লাহই যথেষ্ট॥

প্রাত্যহিক কর্মসূচী ঃ ০১ অগ্রহায়ণ, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ বৃহস্পতিবার হতে ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭ শুক্রবার পর্যন্ত, বাদ আসর - হাক্কানী প্রার্থনা, ওজায়িফ পাঠ, বাণী তাৎপর্য অন্বেষণ, মিলাদ মাহফিল, মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণ।

বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ
- ❖ ০১ অগ্রহায়ণ, ১৫ নভেম্বর ২০০৭, বৃহস্পতিবার, বাদ আসর - শুভ উদ্বোধন।
- ❖ ১৭ অগ্রহায়ণ, ০১ ডিসেম্বর ২০০৭, শনিবার, বাদ ফজর হতে জোহর পর্যন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। বাদ আসর - হাক্কানী প্রার্থনা, ওজায়িফ পাঠ, বাণী তাৎপর্য অন্বেষণ, মিলাদ মাহফিল, মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণ।
- ❖ ২৩ অগ্রহায়ণ, ০৭ ডিসেম্বর ২০০৭, শুক্রবার, বাদ আসর - হাক্কানী প্রার্থনা, ওজায়িফ পাঠ, বাণী তাৎপর্য অন্বেষণ, মিলাদ মাহফিল, মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণ।
- ❖ ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৭, শুক্রবার বাদ আসর - হাক্কানী প্রার্থনা,

বাঙালি বিজ্ঞানী

আফরোজা রত্না ॥ বাংলাদেশী মেয়ে ডঃ সুলতানা নুরুন নাহার কেয়া। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি ডঃ সুলতানা নাহার হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির এস্ট্রনমি বিভাগের এস্ট্রফিজিক্স গ্রুপের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট রূপে কর্মরত। ডঃ সুলতানা কাজের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে। বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছেন তার মতবাদ। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে লৌহ মানবী হিসাবে খ্যাত ডঃ সুলতানা মহাকাশ বিজ্ঞানের বহু শাখায় এটমিক ফিজিক্সের ব্যবহারিক (২ পৃষ্ঠা ১ কলাম)

মোবারকী হেলিকপ্টার

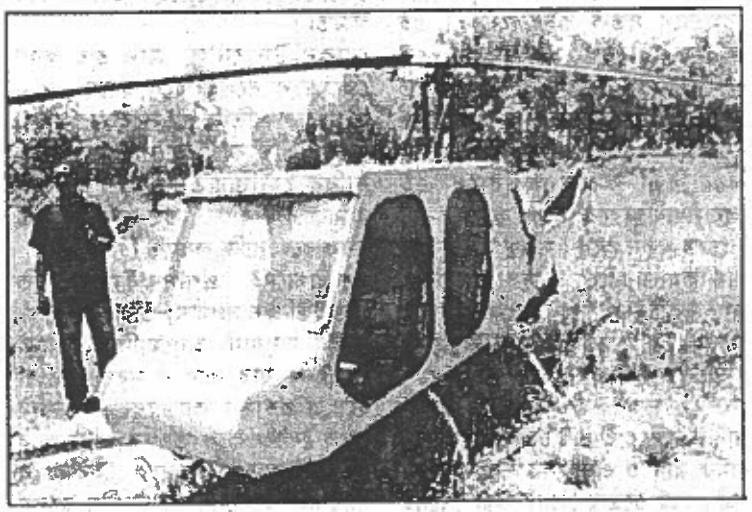

সংলাপ ডেস্ক ॥ উত্তর নাইজেরিয়ার ২৪ বছর বয়সী মোবারক মোহাম্মদ তৈরি করতে তিনি ব্যবহার করেছেন পুরনো গাড়ি এবং মোটরবাইকের

বর্তমান সংলাপ ১ নভেম্বর ২০০৭ ❘ ১৭ কার্তিক ১৪১৪

বাঙালি বিজ্ঞানী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। মানুষের মতই এ বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর একটি নিজস্ব ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে। মহাকাশের বস্তুর ফিঙ্গার প্রিন্টকে বলা হয় স্পেকট্রাম। স্পেকট্রামকে ডি কোড করার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ জানতে পারেন সেটি কি, কেমন তার ধরন, কি দিয়ে তৈরি, কি ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বস্তুটির ভেতর এবং আশে-পাশে ঘটেছে। ছবি দেখে কিছু বলা সম্ভব হয় না। স্পেকট্রামের কোড ভাঙ্গা অত্যন্ত তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ডঃ সুলতানা নাহারের গবেষণার ফলাফল এবং থিওরি ব্যবহার করা হয় স্পেকট্রামকে ডি কোড করার কাজে। এ পর্যন্ত তার থিওরিসমূহ সবচাইতে উন্নতমানের ও নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ সুলতানা নাহার নামের সঙ্গে জানে বাংলাদেশকে। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন ডঃ সুলতানা। গত কয়েক বছরে ওএস ইউ এর এস্ট্রামি বিভাগের মধ্যে একমাত্র তাকেই অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলোতে বক্তব্য প্রদানের জন্য সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ায় ধূপখোলা মাঠের সামনে শশীভূষণ চ্যাটার্জিলেনে বাবার বাড়ি। এখানেই জন্ম ডঃ সুলতানা নুরুন নাহার কেয়ার। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবা আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন জয়দেবপুর ভাওয়ালের সন্তান এবং জজকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট।

মা শামসুন্নাহার বেগম নরসিংদীর মেয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও বিয়ের পর সন্তানদের লালন-পালনের সাথে নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন। প্রাইভেটে বি.এ. এবং আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বামীর সহযোগী হিসাবে সর্বদা গৃহে এবং বাইরে স্বামীকে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। ডঃ সুলতানার বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল মেয়ে মেডিকেলে কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। ছেলেবেলায় গেন্ডারিয়ার মনিজা রহমান স্কুলের মেধাবী ছাত্রী পরবর্তীতে টিকাটুলী সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের ভদ্র অমায়িক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সদালিপ্ত সুলতানা কেয়া ছিলেন স্কুল কলেজের এবং পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সকলের প্রিয় কেয়া অথবা কেয়া আপা। মা-বাবার আদর্শ সন্তান। শিক্ষক শিক্ষয়ত্রীর প্রিয় ছাত্রী। পদার্থ বিজ্ঞানে জীবন আরম্ভ করেন। কলেজ পেরিয়ে

প্রফেসর অনিল প্রধানের সঙ্গে। তারা ইলেকট্রন আয়রন রি-কম্বিনেশনের জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করেছেন তার নাম ইউনিফাইড মেথড। বর্তমানে তিনি একাই এর উপর কাজ করছেন। ডঃ সুলতানার গবেষণার ফলাফল ও তথ্যসমূহ আমেরিকার নাসার ডাটা বেইসে, ফ্রান্সের সিডি এস ডাটা বেইসে, এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রক্ষিত রয়েছে। এছাড়া এটমিক ডাটা টেবল জার্নাল সমূহে এবং সুপার কম্পিউটারেও রাখা আছে। তার ৮০টির বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণাচিত্র প্রকাশিত হয়েছে ফিজিক্স জার্নালে।

ডঃ সুলতানা শুধু মহাকাশ নিয়েই ভাবেন না। ভাবেন দেশ নিয়েও। প্রতি বছর সম্ভব না হলেও ২/১ বছর পর পর দেশে আসেন। দেশের মানুষের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া ছাড়াও তিনি পিতা-মাতার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ১৯৯৫ সাল থেকে চালু করেছেন রাজ্জাক-শামসুন ট্রাস্ট ফান্ড। প্রতিবছর এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণায় পুরস্কার প্রদানের জন্য। ২০০২ সালে মায়ের মৃত্যুর পর রাজ্জাক-শামসুন ট্রাস্ট ফান্ডের পুরস্কারের অর্থ দ্বিগুণ করেছেন। একই বছর ওই বিভাগকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়েছেন। ওই বছরেই তিনি গেন্ডারিয়া মনিজা রহমান গালর্স উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজ্জাক-শামসুন এডুকেশন ফান্ড চালু করেছেন। এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয় প্রতি বছর ছয়জন সেরা শিক্ষককে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। এই পুরস্কারের নাম হচেছ সামসুন্নাহার মেমোরিয়াল এওয়ার্ড।

পদার্থ বিজ্ঞানের এক সহপাঠীকে জীবন সাথী করে আমেরিকায় পড়তে আসেন। বিয়ের ১৬ বছর পর একমাত্র সন্তান আল-বুরুজ এর জন্ম হয়। গবেষণার পাশাপাশি একমাত্র সন্তানের পড়াশোনা এবং দেখাশোনা করছেন তিনি। বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ডঃ সুলতানা দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছেন। বিদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেশীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন তিনি। বাঙালি সোসাইটির যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি কলম্বাস গোরস্থানের প্লেইটের ডিজাইন করে দিচ্ছেন বিনামূল্যে। এখানে তার মা-চিরনিদ্রা শুয়ে আছেন।

বাংলাদেশের মাটি ও আবুহাওয়ায় বড় হওয়া 'কেয়া আপা' তার পরিচিতজনদের কাছে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। শান্ত, ধীরস্থির কেয়া আপা নিজস্ব মেধা, পরিশ্রম এবং একাগ্রতার গুনে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে দেশের মানুষের

পরিচালনার জন্য স্থাপন করা হয়েছে একটি ছোট ট্রান্সমিটার। প্রথম বানানো কপ্টারটির নানা ঘাটতি স্বীকার করে আবদুল্লাহ্ বলেন, 'বায়ুমন্ডলের চাপ পরিমাপক যন্ত্র, আর্দ্রতা বা কৌণিক দুরত্ব পরিমাপের কিছু যন্ত্র এতে বাদ পড়েছে।'

তিনি আশা করেন, ন্যাইজেরিয়ান সরকার বা তার দেশের ধনী অধিবাসীরা এসব যান কেনার ক্ষেত্রে আর পশ্চিমা উৎপাদনকারীদের দ্বারস্থ হবেন না। কপ্টারটির পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পর নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। আবদুল্লাহ্ অবশ্য এরই মধ্যে আরেকটি উড্ডয়ন যন্ত্র বানানোর কাজ শুরু করেছেন। তিনি বলেন, 'সূক্ষতার এবং নান্দনিকতার বিচারে প্রথমটির তুলনায় এবারেরযানে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।' ❑

রোহিংগা সমাচার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আরাকান, অল আরাকান স্টুডেন্টস ইয়থ কংগ্রেস্, আরাকান উইমেন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, রাখাইন উইমেন ইউনিয়ন, আলট্রা ন্যাশনালিষ্ট রাখাইন একাডেমিকস, উপদেষ্টা এবং বুদ্ধিজীবী। এই আরাকান ন্যাশনাল কাউন্সিল ২০০৪ সনে ভারতের নয়াদিল্লিতে গঠিত হয়। এ, এন, সি আরাকান প্রদেশে বসবাসরত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সুবিচার, শান্তি,সমৃদ্ধি, সমঅধিকার, গণতন্ত্র, সম্মান, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করছে বলে প্রচার করলেও এ হচ্ছে তাদের আড়ম্বর পূর্ণ ফাঁকা বুলি। এ, এন, সি'র কিছু সদস্য যেমন আরকান লিবারেশন পার্টি, মূলত একটি সন্ত্রাসী দল এবং এরা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। তবে এ, এন, সিতে রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ, এন, সি আরাকান প্রদেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে সেখানেও রোহিঙ্গাদের এ ব্যাপারে কোনো প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। যদিও আরকানের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে রোহিঙ্গা। ১৯৯০ সনের নির্বাচনে রোহিঙ্গারা আরাকানের চারটি মুসলিম প্রধান নির্বাচনী এলাকায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই বিজয় বার্মার সামরিক জান্তাকে কুপিত করে, সে সময় সামরিক জান্তা সে সময় প্রায় রোহিঙ্গাকে বাস্তুচ্যুত করে। এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা ১৯৯১ সন হতে বাংলাদেশে উদ্বাস্তু রূপে আশ্রয় নিয়ে আছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি এই আচরণের অন্যতম কারণ হল যে এ, এন, সির অংশীদার কিছু রোহিঙ্গা বিরোধী রাজনৈতিক দল যারা এ এন

মুসলমান ও হিন্দু, যারা ব্রিটি
অধিকারের পর এখানে বসতি স্থা
করেছে তারা আদিবাসিন্দা নয়। উল্লে
রোহিঙ্গা সেই সমস্ত বাঙা
মুসলমানদেরকে বলা হয় যাদের
পুরুষ ব্রিটিশ কর্তৃক বার্মা অধিকারে
পর আরাকানে বসতি স্থাপন করে।
এ, এন, সির উপরোক্ত বক্তব্য তথ্যগ
দিক দিয়ে সঠিক না। তারা এখ
জাতিগত বিদ্বেষ কে ধরে রেখে
সম্পূর্ণ বিকৃতিটিতে উগ্র জাতীয়বা
রূপ প্রকাশ পেয়েছে। বিবৃতিতে আ
বলা হয়- 'এটা একে অন্যের সাথে ঝগ
বা আক্রমণ করার সময় না। সব
আরাকানী জনগণের এই সময় একত্রি
হয়ে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, জাতি
একতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাঅবস্থা
জন্য দৃঢ় অবস্থানে নেওয়া উচিত।
বিবৃতি যে কর্তব্যই কপটতা তা ব
অপেক্ষা রাখে না। এ, এন,
ঐতিহাসিক সত্য কে বিকৃত ক
রোহিঙ্গাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চি
করছে এবং তাদেরকে বহিরাগত
নবাগত অধিবাসী রূপে চিহ্নিত কর
সম্প্রতি টোকিওতে বার্মায় গণতন্ত্র
বিকাশ এবং রোহিঙ্গা সমস্যার উপর
আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
তাতে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে এ, এ
সির ঘৃণ্য ও বিকৃত ধারণাকে প্রত্যাখ্
করে বলা হয়েছে যে, রোহিঙ্গ
আরাকানের আদি অধিবাসী এ ব্যাপ
সন্দেহ করার বা দ্বিমত করার অবক
নেই। রোহিঙ্গারা-বৃটিশ অধিকারের
(১৮২৪ এর পর) আরাকানে বস
স্থাপন করে নি। রোহিঙ্গারা হল কাল
কালা ও কুলা নায়ক আরাকান অ
অধিবাসীদের উত্তরসূরী (এদের গা
রং ভারতীয়/বাঙালীদের মত কৃ
অন্যদিকে রাখাইন , যাদের
মোঙ্গলদের সাথে পাওয়া যায়।
তিব্বত থেকে অনেক দূরে বসতি স্থা
করে। এই সকল গোত্র অসবর্ন বি
করে সেখানেই বসতি স্থাপন কু
পরবর্তীতে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ব
আরাকান প্রদেশের বিভিন্ন জায়গ
বসবাস শুরু করে। বার্মান রাজ বোদ
পায়ার (১৭৮৪-১৮১৯)। নি
শাসনের সময় এই মুসলমানদের
আরাকান হতে উচ্ছেদ করা হয়।
মুসলমানরাই রোহিঙ্গা নামে পরিচি
আরাকান হতে উচ্ছেদের পর রোহি
উদ্বাস্তুরা চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চ
আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশদের সাথে যু
বার্মান রাজের পরাজয়ের পর (১৮২
রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা আরাকানে ফে
আসে এবং বৃটিশ সরকার এই স
উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সহায়তা ক
কাজেই বোদাও পাওয়ার শাসনাম
বিতাড়িত এই সব মুসলিম, বৌদ্ধ এ
অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে অ

সম্মেলনের আয়োজন করেছেন ডঃ সুলতানা। গত কয়েক বছরে ওএস ইউ এর এস্ট্রামি বিভাগের মধ্যে একমাত্র তাকেই অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সম্মেলনগুলোতে বক্তব্য প্রদানের জন্য সবচেয়ে বেশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পুরনো ঢাকার গেন্ডারিয়ায় ধুপখোলা মাঠের সামনে শশীভূষণ চ্যাটার্জিলেনে বাবার বাড়ি। এখানেই জন্ম ডঃ সুলতানা নুরুন নাহার কেয়ার। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবা আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন জয়দেবপুর ভাওয়ালের সন্তান এবং জজকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট।

মা শামসুন্নাহার বেগম নরসিংদীর মেয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও বিয়ের পর সন্তানদের লালন-পালনের সাথে নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন। প্রাইভেটে বি.এ. এবং আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বামীর সহযোগী হিসাবে সর্বদা গৃহে এবং বাইরে স্বামীকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে সহায়তা করেছেন। ডঃ সুলতানার বাবা মায়ের ইচ্ছা ছিল সে মেডিকেলে কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। ছেলেবেলায় গেন্ডারিয়ার মনিজা রহমান স্কুলের মেধাবী ছাত্রী পরবর্তীতে টিকাটুলী সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের ভদ্র অমায়িক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে সদালিপ্ত সুলতানা কেয়া ছিলেন স্কুল কলেজের এবং পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সকলের প্রিয় কেয়া অথবা কেয়া আপা। মা-বাবার আদর্শ সন্তান। শিক্ষক শিক্ষয়ত্রীর প্রিয় ছাত্রী। পদার্থ বিজ্ঞানে ভীষণ আনন্দ পেতেন। কলেজ পেরিয়ে তাই মেডিকেলে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির সুযোগ পেলেও তার প্রিয় বিষয় পদার্থ বিদ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অনার্স এবং এম, এস সি'তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হন। পাশ করার পর আমেরিকার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার কাছে ভর্তির কাগজপত্র আসলেও তিনি মিশিগান ডেট্রয়েট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৭ সালে এটমিক ফিজিক্সে পি,এইচ,ডি করেন। ডঃ সুলতানার পি,এইচ,ডির মূল বিষয় ছিল এটমিক ফিজিক্স। তথাপি তিনি গত ২০ বছর ধরে এটমিক রেডিয়েটিভ প্রক্রিয়ার বিশেষ তিনটি ক্ষেত্রের উপর গবেষণা করছেন সেগুলো হচ্ছে ফটো আয়োনাইজেশন, রেডিয়েটিক ট্রানজিশন ফর এক্সাইটেশন/ডি এক্সাইটেশন ও ইলেকট্রন আয়রন বি কম্বিনেশন। প্রথম দু'টোর ওপর গবেষণা করছেন আন্তর্জাতিক আয়রন প্রজেক্ট (আইপি) এর সদস্য হিসাবে এবং তৃতীয়টির ওপর কাজ করছেন ওএসইউতে পুরস্কার প্রদানের জন্য। ২০০২ সালে মায়ের মৃত্যুর পর রাজ্জাক-শামসুন ট্রাস্ট ফান্ডের পুরস্কারের অর্থ দ্বিগুণ করেছেন। একই বছর ওই বিভাগকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়েছেন। ওই বছরেই তিনি গেন্ডারিয়া মনিজা রহমান গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজ্জাক-শামসুন এডুকেশন ফান্ড চালু করেছেন। এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হয় প্রতি বছর ছয়জন সেরা শিক্ষককে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। এই পুরস্কারের নাম হচ্ছে সামসুন্নাহার মেমোরিয়াল এওয়ার্ড।

পদার্থ বিজ্ঞানের এক সহপাঠীকে জীবন সাথী করে আমেরিকায় পড়তে আসেন। বিয়ের ১৬ বছর পর একমাত্র সন্তান আল-বুরুজ এর জন্ম হয়। গবেষণার পাশাপাশি একমাত্র সন্তানের পড়াশোনা এবং দেখাশোনা করছেন তিনি। বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ডঃ সুলতানা দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে চলেছেন। বিদেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেশীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন তিনি। বাঙালি সোসাইটির যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি কলম্বাস গোরস্থানের গ্রেইটের ডিজাইন করে দিয়েছেন বিনামূল্যে। এখানে তার মা চিরনিদ্রা শুয়ে আছেন।

বাংলাদেশের মাটি ও আবুহাওয়ায় বড় হওয়া 'কেয়া আপা' তার পরিচিতজনদের কাছে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। শান্ত, ধীরস্থির কেয়া আপা নিজস্ব মেধা, পরিশ্রম এবং একাগ্রতার গুনে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে দেশের মানুষের জন্য কিছু কাজ করে যাওয়ার জন্য তার সৎ ইচ্ছার সফল বাস্তবায়ন হোক এ প্রত্যাশা আজ এদেশের মানুষের। ❑

মোবারকী হেলিকপ্টার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রাঙ্গণে অবস্থান করছে।

কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোন সারিয়ে তিনি এই কপ্টারটি বানানোর অর্থ জোগাড় করেন। অবশ্য তার বাবাও তাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কপ্টারটির বডি তৈরিতে তিনি বাতিল অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করেছেন। যন্ত্রাংশ হিসেবে ১৩৩ অশ্বশক্তির একটি হোন্ডা সিভিক গাড়ির ইঞ্জিন যুক্ত হয়েছে এই কপ্টারে। আর আসান চারটি যোগাড় করা হয়েছে একটি পুরনো টয়োটা সেলুন গাড়ি থেকে। অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগে নাইজেরিয়ার কানো'র কাছে বিধ্বস্ত বোয়িং ৭৪৭ এর কিছু যন্ত্রাংশও যুক্ত হয়েছে এই যানটিতে।

কপ্টারটির ককপিটে রয়েছে একটি পুশ-বাটন ইগনিশন, ভার্টিক্যাল গ্রাষ্ট ইয়থ কংগ্রেস, আরাকান উইমেন ওয়েলকেয়ার এসোসিয়েশন, রাখাইন উইমেন ইউনিয়ন, আলট্রা ন্যাশনালিষ্ট রাখাইন একাডেমিকস, উপদেষ্টা এবং বুদ্ধিজীবী। এই আরাকান ন্যাশনাল কাউন্সিল ২০০৪ সনে ভারতের নয়াদিল্লিতে গঠিত হয়। এ, এন, সি আরাকান প্রদেশে বসবাসরত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সুবিচার, শান্তি,সমৃদ্ধি, সমঅধিকার, গণতন্ত্র, সম্মান, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করছে বলে প্রচার করলেও এ হচ্ছে তাদের আড়ম্বর পূর্ণ ফাঁকা বুলি। এ, এন, সি'র কিছু সদস্য যেমন আরকান লিবারেশন পার্টি, মূলত একটি সন্ত্রাসী দল এবং এরা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। তবে এ, এন, সিতে রোহিঙ্গাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ, এন, সি আরাকান প্রদেশের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে সেখানেও রোহিঙ্গাদের এ ব্যাপারে কোনো প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। যদিও আরাকানের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে রোহিঙ্গা। ১৯৯০ সনের নির্বাচনে রোহিঙ্গারা আরাকানের চারটি মুসলিম প্রধান নির্বাচনী এলাকায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এই বিজয় বার্মার সামরিক জান্তাকে কুপিত করে, সে সময় সামরিক জান্তা সে সময় প্রায় রোহিঙ্গাকে বাস্তুচ্যুত করে। এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা ১৯৯১ সন হতে বাংলাদেশে উদ্বাস্তু রূপে আশ্রয় নিয়ে আছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি এই আচরণের অন্যতম কারণ হল যে এ, এন, সির অংশীদার কিছু রোহিঙ্গা বিরোধী রাজনৈতিক দল যারা এ, এন, সিকে পরিচালিত করছে। এই দলগুলির বৈশিষ্ট হচ্ছে তারা জাতি বিদ্বেষী, মুসলিম বিদ্বেষী, এবং ভারত বিদ্বেষী। এদের প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ড. আই কাইওয়া। ড. কাইওয়া ১৯৮২ সনের বার্মা নাগরিকত্ব আইন তৈরীর অন্যতম প্রণেতা ছিলেন। এই আইনের বলে গত তিন দশক ধরে রোহিঙ্গাদের ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ দেশত্যাগী রোহিঙ্গা বর্তমানে বিশ্বের, বিভিন্ন দেশে অবৈধ ভাবে বাস করছে।

এ, এন, সি, এখনও তার পূর্বের নীতি থেকে সরে আসে নি। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ এ এ, এন, সির নীতি নির্ধারণী বিবৃতিতে কোনো রাখ ঢাক না করে বলা হয় যে, রোহিঙ্গারা কোনোভাবেই আরাকানের আদি অধিবাসী নয়। এ, এন সির মতে ১৮২৪ সনে ব্রিটিশ দখলদারের আগে যারা আরাকানে বাস করেছিলো তারাই আদি অধিবাসী। ব্রিটিশ অধিকারের পর যারা আরকানে অধিবাসী হয়েছে তাদেরকে আদি অধিবাসী বলা যাবে না। অর্থাৎ বাঙালি সম্প্রতি টোকিওতে বার্মার গণতন্ত্রের বিকাশ এবং রোহিঙ্গা সমস্যার উপর যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে এ, এন, সির ঘৃণ্য ও বিকৃত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে যে, রোহিঙ্গারা আরাকানের আদি অধিবাসী এ ব্যাপারে সন্দেহ করার বা দ্বিমত করার অবকাশ নেই। রোহিঙ্গারা বৃটিশ অধিকারের পর (১৮২৪ এর পর) আরাকানে বসতি স্থাপন করে নি। রোহিঙ্গারা হল কালার, কালা ও কুলা নামক আরাকান আদি অধিবাসীদের উত্তরসূরী (এদের গায়ের রং ভারতীয়/বাঙালীদের মত কৃষ্ণ। অন্যদিকে রাখাইন , যাদের মিল মোঙ্গলদের সাথে পাওয়া যায়।

তিব্বত থেকে অনেক দূরে বসতি স্থাপন করে। এই সকল গোত্র অসবর্ন বিবাহ করে সেখানেই বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরাকান প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস শুরু করে। বার্মান রাজ বোদাও পায়ার (১৭৮৪-১৮১৯)। নিষ্ঠুর শাসনের সময় এই মুসলমানদেরকে আরাকান হতে উচ্ছেদ করা হয়। এই মুসলমানরাই রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। আরাকান হতে উচ্ছেদের পর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে বার্মান রাজের পরাজয়ের পর (১৮২৪) রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা আরাকানে ফেরৎ আসে এবং বৃটিশ সরকার এই সকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে। কাজেই বোদাও পাওয়ার শাসনামলে বিতাড়িত এই সব মুসলিম, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে আদি অধিবাসী না বলাটা সত্যের অপলাপ, এবং ইতিহাস বিকৃতি বৈ আর কিছু না। ব্রিটিশ রাজত্ব কালে (১৯৪৮-পৃষ্ঠা পর্যন্ত) যদি এই সমস্ত রোহিঙ্গারা বার্মার নাগরিকত্ব পায়। কিন্তু এ, এন, সি এই সত্য মানতে রাজী নয় তারা রোহিঙ্গাদেরকে বহিরাগত বলছে। এছাড়া তারা ১৯৪৭ সনে বার্মার সজনক অংসান এর নাগরিকত্বের উপর দেওয়া

মেসার্স ফৌজিয়া পে

পোলট্রি উপকরণ ও বৈদ্যুতিক স

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমাদের তৈরি ব্রুডার কেইজ, গ্রোয়ার কেইজ ও ডিম পাড়া মুরগীর জন্য লেয়ার কেইজ বাজারের সেরা।

আমাদের সর
▶ দীর্ঘদিন
▶ ক্রেতার
▶ নির্দিষ্ট প
কোম্পানী
▶ যে কোন

এ-১

ফোন ঃ ৭৭১১৬৫১, ০১